ঈদ কালেকশণ ২০০১

বাংলার মুখ দেখার প্রত্যয়ে মাত্র আট মাস আগে যাত্রা শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠান বাংলার মেলা ইতোমধ্যে বনানী ছাড়াও শাখা ছড়িয়েছে মিরপুরে। আর প্রথম ঈদকে সামনে রেখে সাজিয়েছে বিশাল পণ্যসম্ভার। সেখানে সমাজের সব শ্রেণীর ক্রেতা অনায়াসেই খুঁজে নিতে পারবেন তাঁদের পছন্দের পণ্যটি।

বাংলার মেলা মূলত দেশী কাপড় দিয়েই তাদের ঈদের পণ্যসম্ভার সাজিয়েছে। দেশী ফেব্রিকের ব্যাপক বাজারজাতকরণের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলার মেলার পণ্য সম্প্রসারণ বিভাগের পরিচালক এমদাদ হক জানান, এ বছরের ঈদ শীতকালে হওয়ায় পোশাকের আয়োজনে ঈদ এবং শীত এ দুটোই মাথায় রাখা হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে পণ্য সম্প্রসারণের জন্য আয়োজিত ফ্যাশন প্রতিযোগিতাগুলোয় বাংলার মেলা একাধিক পুরস্কার পাওয়ায় নতুন হলেও ক্রেতাদের মাঝে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গত তিন বছর গ্রামীণ উদ্যোগে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি পাঞ্জাবি, শাড়ি দিয়ে ফ্যাশন সচেতন ক্রেতাদের মাঝে বেশ আলোড়ন তুলেছিলেন। পাঞ্জাবিতে সেট এবং নামকরণ করে ক্রেতাদের উৎসাহিত করেছেন। গেল তিন বছর সুন্দরবন, পশমী, প্রাচীরের পর বাংলার মেলায় এবার ছেড়েছেন পদ্মা, মেঘনা নামে পাঞ্জাবি সেট। মেরুন এবং ব্রাউন কম্বিনেশনে শাল পাঞ্জাবিসহ সেটের দাম ৭৮০ টাকা। এছাড়াও রেখেছেন সোনার বাংলা নামে জ্যাকার্ড বুননের পাঞ্জাবি। দাম ৯৯০ টাকা। যমুনা নামে এন্ডি ভেজিটেবল ডাই এমব্রয়ডারি পাঞ্জাবি ১১০০, সুরমা নামে ইয়োক করা পাঞ্জাবি-পায়জামা করেছেন ৯৯০ টাকায়। ব্লক, স্ক্রীন প্রিন্ট ৩২০-৩৩০ টাকার রয়েছে প্রায় বিশটির বেশি ডিজাইন। বাংলার মেলার আকর্ষণীয় পাঞ্জাবির মধ্যে থাকছে প্রাকৃতিক উপাদানে নীল জলপাই হরীতকী, খয়ের দিয়ে ডাই করা সুতি পাঞ্জাবি। দাম ৪২৫ টাকা। প্রতিটি পাঞ্জাবির নক্সায় থাকছে ভিন্ন ব্লক বাটিক। এক্সক্লুসিভ শেরওয়ানি সেট এন্ডি ন্যাচারাল টোন কারচুপি নক্সাসহ চুনট উত্তরীয় ও চুড়িদার। ৪৪ এবং ৪৬ এই দুই সাইজে করা হয়েছে, দাম ২৫০০ টাকা। সাদা পাঞ্জাবির বিকল্প নেই বলে জানালেন এমদাদ হক। ঈদের সকালে সাদা পাঞ্জাবি পরে নামাজে যাওয়ার আনন্দই আলাদা। আর তাই শুভ্রতা দিয়ে সাজানো হয়েছে বাংলার মেলা। অলওভার শেডওয়ার্ক এই পাঞ্জাবির দাম ৬৫০ টাকা। সাদায় গুজরাটি কাজ করা ৯০০ টাকা। হাফ শেডওয়ার্ক ৫৫০ টাকা। এগুলো থাকছে বনানীর শোরুমে। তবে মিরপুরের জন্য প্রায় ১৫টি বিভিন্ন ডিজাইনের পাঞ্জাবি করা হয়েছে। যার দাম ৪৫০ টাকা। এছাড়াও থাকছে চুন্দ্রিতে লাল, ব্রাউন, ছাই টোনের পাঞ্জাবি। দাম ৩৫০ টাকা। পাঞ্জাবি ছাড়াও ঈদের পর ক্রীসমাস থাকায় শার্ট থাকছে বিভিন্ন ডিজাইনের। লাল, বেগুনিতে হ্যান্ড প্রিন্ট গোল্ডেন টাচ দাম ৫৫০ টাকা। পদ্মা মেঘনা লাল খয়েরি শার্ট ২৯০ টাকা। খাদিতে ব্লক ৩০০ টাকা। এছাড়াও রয়েছে কন্ট্রাস্ট শার্ট ২৭৫ টাকা। বাংলার মেলায় কেবলই ছেলেদের পোশাকের ব্যাপক সমাহার রয়েছে তা নয়। মেয়েদের পোশাকেরও রয়েছে রকমারি আয়োজন। এবারের সালোয়ার-কামিজের মূল আকর্ষণ হচ্ছে চুন্দ্রি। এবার থাকছে প্রায় পনেরো ধরনের রঙের এমব্রয়ডারীর গুজরাটি সালোয়ার কামিজ ৯৮০-১১৫০ টাকা। প্রায় ৩০টি ভিন্ন ডিজাইনের ব্লকে তাঁতের কাপড়ের থ্রীপিস রয়েছে, দাম ৬৭৫ টাকা। কন্ট্রাস্ট রঙের সামঞ্জস্যে কামিজের সাথে চওড়া দোপাট্টা ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া খাড়ি ও ব্লকের থ্রী পিস ৭৫০-৯৫০ টাকার মধ্যে। জ্যাকার্ড থ্রীপিস ৭৭৫-১১০০ টাকা। শাড়িতে রয়েছে প্রধানত টাঙ্গাইল বড়সড় রেঞ্জ। মিলবে ৩৬০-১৫০০ টাকার মধ্যে। এছাড়াও রয়েছে চুন্দ্রি, ভেজিটেবল ডাই, ব্লক, বাটিকের ব্লাউজ পিস, দাম ৯০-১০০ টাকার মধ্যে। বাচ্চাদের জন্য রয়েছে লাল মেরুন নেভী ব্লু রঙের ফ্রক। দাম ২৫০-৪৫০ টাকা। পাঞ্জাবি সেট দু'ধরনের, লাল-খায়েরি পদ্মা মেঘনা পাঞ্জাবি ও পায়জামা ৩৫০-৪০০ টাকার মধ্যে। এমদাদ হক জানান, পোশাক আশাক ছাড়াও নানা ডিজাইনের শাল রয়েছে। অধিকাংশই হচ্ছে বুনন।

এছাড়াও টাইডাই, বাটিক হ্যান্ড প্রিন্টেডও পাওয়া যাবে দুটো শো রুমেই। ঈদের আনন্দে ঘর সজ্জার জন্য বেড কভার ৩৬০-৪৬০ টাকার মধ্যে। আরও আছে হাতে করা ব্লু অফ হোয়াইট, কালো টোনের পিলো কভারসহ বেড কভার। উজ্জ্বল রঙে দেশী পোশাক যৌক্তিক দামে কিনতে পাবার নিশ্চয়তা রয়েছে বাংলার মেলায়। নগদ ছাড়াও কেনা যাবে ক্রেডিট কার্ডে। বাংলার মেলার সামগ্রী হোলসেলেও পাওয়া যায়।

বনানী, ১৫৫/ই, রোড নং-১১,
মিরপুর, প্লট নং-৮, প্রধান সড়ক (মিরপুর স্টেডিয়াম ও সুইমিং কমপ্লেক্সের বিপরীত পাশে) –শেখ সাইফুর রহমান

আফরিন'স

মাত্র ৬ মাসেই বোদ্ধাদের প্রশংসা কুড়িয়েছে ছোট্ট এই বুটিকটি। বিশেষত ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতায় কেবল পুরস্কারই পায়নি, পাশাপাশি তাদের পোশাক এসেছে আলোচনায়। আর ঐকান্তিকতা শ্রম এবং নিরীক্ষাতেই সম্ভব হয়েছে এই সাফল্য। আর এই আয়োজন দিয়েই আফরিন মোহী সাজিয়েছেন তাঁর ঈদ সম্ভার। যা পাওয়া যাবে মগবাজারের সেঞ্চুরি আর্কেডের আফরিনসে। আফরিনসের ঈদ কালেকশনে মহিলাদের পোশাকই প্রধান। সাথে কেবল থাকছে স্বল্প

সংখ্যক ছেলেদের পাঞ্জাবি। প্রতিষ্ঠানটি নবীন হলেও এর নেপথ্য কুশীলবদের এ অঙ্গনে রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। ফলে এত দ্রুত একটা ক্রেতা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

আফরিনসের ঈদ আয়োজনে মিলবে পছন্দসই ডিজাইনের পোশাক সুবিধাজনক দামে। সালোয়ার-কামিজের রেঞ্জ শুরু ৬০০ টাকা থেকে। আর সর্বোচ্চ হলো ৪০০০ টাকা। অন্যদিকে, সুতি শাড়ি পাওয়া যাবে ৭৫০-১২০০ টাকায়। আর সিল্ক বা অন্য মেটেরিয়ালের শাড়ি কেনা যাবে ৮৭০-৫০০০ টাকায়। পক্ষান্তরে, পাঞ্জাবি পাওয়া যাবে ৪৫০-২৫০০ টাকায়। মোটামুটিভাবে পরিচিত মেটেরিয়ালই ব্যবহৃত হয়েছে আফরিনসের ঈদ সম্ভারে। উজ্জ্বল রং এবং ডিজাইনের পোশাক ক্রেতাদের নজর কাড়তে সক্ষম হবে বলে আফরিনস কর্ণধারদের আত্মবিশ্বাস। তাঁদের বিশ্বাস গুণগতমান এবং দামে আফরিনসের ঈদের পোশাক ক্রেতাদের হতাশ করবে না।

আফরিনস এবার অন্যদিনের এক্সক্লুসিভ বিভাগে শাড়িতে দ্বিতীয়, সালোয়ার-কামিজে দ্বিতীয় হয়েছে। এছাড়া শাড়ি ক বিভাগে প্রথম এবং সালোয়ার-কামিজে দ্বিতীয় হয়েছে। এছাড়া অন্য বিভাগেও পেয়েছে একাধিক পুরস্কার।